যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৩৭৩

১/ বিবিধ

আরবী

استعيذوا بالله من طمع يهدي إلى طبع، ومن طمع يهدي إلى غير مطمع، ومن طمع حيث لا مطمع
ضعيف

أخرجه أحمد (5/232 و247) وأبو عبيد في " الغريب " (ق 102/2) وعبد بن حميد في " المنتخب من المسند " (ق 16/2) والهيثم بن كليب في " مسنده "
(ق166/1) والبزار أيضا (4/64/3208) والطبراني في " المعجم الكبير "
(20/93/179) والقضاعي في " مسند الشهاب " (ق 60/2) من طريق عبد الله بن عامر
الأسلمي عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل مرفوعا به .
ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم (1/533) وقال: " مستقيم الإسناد ". ووافقه الذهبي
قلت: وهذا من عجائبه، فإنه قال في ترجمة الأسلمي هذا من " الميزان ": " ضعفه أحمد والنسائي والدارقطني، وقال يحيى: " ليس بشيء " وقال البخاري: " يتكلمون في حفظه ". وسئل عنه ابن المديني فقال: ذاك عندنا ضعيف ضعيف

ثم لم يحك عن أحد توثيقه. ولذلك قال في " الكاشف ": " ضعيف

وكذا قال الحافظ في " التقريب "، ومن قبله شيخه الهيثمي في " مجمع الزوائد "

(10/144) وبه أعل الحديث، وبه استدرك المناوي في " الفيض " على الذهبي إقراره المتقدم للحاكم فأصاب، ثم رجع عنه في " التيسير " فذكر قول الحاكم: " مستقيم الإسناد " وأقره! وقلده الغماري كعادته فأورده في " كنزه

ثم رأيت البخاري قال في " التاريخ الكبير " (4/2/266) :" قال إسحاق بن إبراهيم بن العلاء: نا عمرو بن الحارث قال: نا عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير أن أباه حدثهم أن عوف ابن مالك خرج إلى الناس فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تتعوذوا من ثلاث.. فذكرها. وقال أبو نعيم عن عبد الله بن عامر.. فساق إسناده (المتقدم) . وقال وكيع: عن عبد الله بن عامر عن الوليد عن جبير عن النبي
صلى الله عليه وسلم مرسل والأول أصح

يعني رواية أبي نعيم الموصولة، لمتابعة جمع من الثقات لأبي نعيم على الوصل.
ويشهد للموصول حديث عوف بن مالك الذي علقه أولا، وقد وصله الطبراني في " الكبير " (18/52/94) من طريقين عن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء. وهو صدوق يهم كثيرا، كما قال الحافظ في " التقريب

ولعله مما يدل على وهمه أن إسماعيل بن عياش قال: حدثني سليمان بن سليم الكناني عن يحيى بن جابر عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعا به

فلم يذكر بين يحيى بن جابر وعوف بن مالك عبد الرحمن بن جبير عن أبيه، فهو منقطع، قال في " التهذيب ": " أرسل يحيى عن عوف

أخرجه الطبراني (18/69/127 ـ 128 و2/274/647) من طرق عن إسماعيل بن

عياش، وهو ثقة في روايته عن الشاميين وهذه منها، فالسند صحيح لولا الانقطاع. وله علة أخرى، وهي الاضطراب عليه في إسناده، فبعضهم قال: عن يحيى عن عوف، وهو الأكثر. وبعضهم قال: عنه عن المقدام بن معدي كرب. وهذا أخرجه الطبراني في " مسند الشاميين " أيضا (ص 276 ـ المصورة)

وبالجملة فقد اضطرب الرواة في ضبط إسناد هذا الحديث، ويمكن تلخيص ذلك بالوجوه التالية

الأول: عبد الله بن عامر الأسلمي بسنده عن جبير بن نفير عن معاذ. وفي رواية عنه لم يذكر معاذا فأرسله

الثاني: إسحاق بن إبراهيم بإسناده عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك. فذكر عوفا مكان معاذ

الثالث: إسماعيل بن عياش بسنده عن يحيى بن جابر عن عوف بن مالك. فأسقط من بين يحيى وعوف عبد الرحمن بن جبير وأباه، وفي رواية جعل المقدام مكان عوف

وأصح هذه الوجوه الأخير منها على انقطاعه واضطرابه

والخلاصة: أن الحديث ضعيف لا تطمئن النفس لشيء من هذه الطرق لاضطرابها وضعف
بعض رواتها. والله سبحانه وتعالى أعلم

বাংলা

১৩৭৩। তোমরা আল্লাহর নিকট সেই লালসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করো যা (হৃদয়কে) মোহরাঙ্কিত করার দিকে নিয়ে যায় এবং সেই লালসা থেকে যা নির্লোভের দিকে নিয়ে যায় এবং সেই লালসা থেকে যেখানে কোন লোভই থাকে না।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটিকে ইমাম আহমাদ (৫/২৩২, ২৪৭), আবু ওবায়েদ “আলগারীব” গ্রন্থে (কাফ ২/১০২), আবদ ইবনু হুমায়েদ "আল-মুন্তাখাব মিনাল মুসনাদ" গ্রন্থে (কাফ ২/১৬), হায়সাম ইবনু কুলাইব তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (কাফ ১/১৬৬), বাযযার (৪/৬৪/৩২০৮), ত্ববারানী “আলমুজামুল কাবীর” গ্রন্থে (২০/৯৩/১৭৯) ও কাযাঈ “মুসনাদুশ শিহাব” গ্রন্থে (কাফ ২/৬) আব্দুল্লাহ ইবনু আমের আসলামী হতে, তিনি ওয়ালীদ ইবনু আবদির রহমান হতে, তিনি জুবায়ের ইবনু নুফায়ের হতে, তিনি মুয়ায ইবনু জাবাল (রাঃ) হতে মারফু’ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ সূত্রেই হাকিম (১/৫৩৩) বর্ণনা করে বলেছেনঃ সনদটি সঠিক। আর হাফিয যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছিঃ যাহাবী থেকে এরূপ মন্তব্য আশ্চর্যজনক। কারণ তিনি বর্ণনাকারী আসলামীর জীবনীতে "আল-মীযান" গ্রন্থে বলেনঃ তাকে ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও দারাকুতনী দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইয়াহইয়া বলেছেনঃ তিনি কিছুই নয়। ইমাম বুখারী বলেছেনঃ তারা (মুহাদ্দিসগণ) তার হেফযের ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন।

তার সম্পর্কে ইবনুল মাদীনীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তিনি বলেনঃ সে আমাদের নিকট দুর্বল দুর্বল। এছাড়া কোন একজন হতেও বর্ণিত হয়নি যে তিনি তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। এ কারণে তিনি "আলকাশেফ" গ্রন্থে বলেছেনঃ তিনি দুর্বল। হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে অনুরূপ কথাই বলেছেন এবং তার পূর্বে তার শাইখ হায়সামীও “মাজমাউয যাওয়াইদ” গ্রন্থে (১০/১৪৪) তাই বলেন এবং তার দ্বারাই হাদীসটির সমস্যা বর্ণনা করেন। [মূল গ্রন্থে আরো কয়েকটি সূত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।]

মোটকথা এ হাদীসটির সনদে বর্ণনাকারীদেরকে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ইযতিরাব সংঘটিত হয়েছে। যার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

১। আব্দুল্লাহ ইবনু আমের আসলামী তার সনদে জুবায়ের ইবনু নুফায়ের হতে, তিনি মুয়ায (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। আরেক বর্ণনায় তিনি মুয়ায (রাঃ)-কে উল্লেখ না করে মুরসাল বানিয়ে ফেলেছেন।

২। ইসহাক ইবনু ইবরাহীম তার সনদে ইয়াহইয়া ইবনু জাবের হতে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনু জুবায়ের হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি আউফ ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুয়ায (রাঃ)-এর স্থলে আউফ (রাঃ)-কে উল্লেখ করেছেন।

৩। ইসমাঈল ইবনু আইয়্যাশ তার সনদে ইয়াহইয়া ইবনু জাবের হতে, তিনি আউফ ইবনু মালেক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন। ইয়াহইয়া এবং আউফ (রাঃ)-এর মাঝের বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনু জুবায়ের এবং তার পিতাকে উল্লেখ করেননি। অন্য বর্ণনায় আউফ (রাঃ)-এর স্থলে মিকদাদকে উল্লেখ করেছেন।

মোটকথা হাদীসটি দুর্বল। উল্লেখিত সূত্রগুলোর মধ্যে ইযতিরাব সংঘটিত হওয়ায় এবং সেগুলোর কতিপয় বর্ণনাকারী দুর্বল হওয়ার কারণে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72252

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন